দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 22 FEB 2015
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ০৩

দুই বাংলার মিলন মেলা

অমর একুশে উদযাপন

■ বেনাপোল (যশোর) সংবাদদাতা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে গতকাল শনিবার সকালে বেনাপোলে ভারত-বাংলাদেশ নোম্যান্সল্যান্ড এলাকায় দুই বাংলার হাজার হাজার ভাষাপ্রেমী মানুষের মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। দুই দেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন আর জাতীয় পতাকা উড়িয়ে হাজার হাজার ভাষাপ্রেমী নারী, পুরুষ ও শিশুরা দিবসটি যৌথভাবে উদ্‌যাপন করে। উভয় দেশের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সংগঠনগুলো এ অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। বিভিন্ন রঙের ফেস্টুন, ব্যানার, প্ল্যাকার্ড আর ফুল দিয়ে বর্ণিল সাজে সাজানো হয় নোম্যান্সল্যান্ড এলাকা।

বিজিবি-বিএসএফের কড়া নিরাপত্তার বেষ্টনী পেরিয়ে ভাষার টানে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় দুই বাংলার মানুষ। সীমান্ত রেখা ভুলে গিয়ে ভাষাপ্রেমীরা ছুটে এসে একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন। বিজিবি বিএসএফের সদস্যরা ভাষাপ্রেমীদের আবেগের কাছে হার মেনে তারাও নির্বাক হয়ে দেখতে থাকেন মিলন মেলার দৃশ্য। সীমান্তরক্ষীরা হয়ে যান আবেগপ্রবণ, তাদের অপলক দৃষ্টিতে ছিল ভালোবাসা আর শ্রদ্ধাবোধ। মিলন মেলায় ভাষাপ্রেমীদের নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত বিএসএফ।

সকাল ১১টায় জিরো পয়েন্টে অস্থায়ী শহীদ বেদিতে প্রথম ফুল দিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী জ্যোতি প্রিয় মল্লিক, বনগা পৌর মেয়র জোসনা আরডো, বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস ও উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সভাপতি রহিমা খাতুন এবং বাংলাদেশের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ইসমাত আরা সাদেক, জেলা প্রশাসক ড. হুমায়ুন কবীর, বেনাপোল পৌর মেয়র আশরাফুল আলম লিটন ও ২৬ বিজিবির কমান্ডিং অফিসার কর্নেল জাহাঙ্গীর আলম।

ভাষা শহীদদের স্মরণে দুই দেশের মানুষের সম্প্রীতি আর ভালোবাসার বাঁধনকে আরো সুদৃঢ় করার প্রত্যয় নিয়ে শেষ হয় এ মিলন মেলা। নোম্যান্সল্যান্ড এলাকায় স্থায়ী শহীদ বেদি নির্মাণ করা হলে সৌহার্দ্য সম্প্রীতি আরো সুদৃঢ় হবে বলে আশা করেন দুই বাংলার ভাষাপ্রেমীরা।

হাকিমপুর (দিনাজপুর) সংবাদদাতা: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে হিলি সীমান্তের চেকপোস্ট প্রাঙ্গণে জমে ওঠে দুই বাংলার মিলন মেলা। হিলির আমরা মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ড ও ভারত পশ্চিমবঙ্গের উজ্জীবন সোসাইটি আয়োজিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১১টায় অস্থায়ী শহীদ মিনারে দুই বাংলার মানুষ ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

পরে হাকিমপুর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার লিয়াকত আলীর সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন– হাকিমপুর উপজেলা চেয়ারম্যান আকরাম হোসেন মণ্ডল, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আজাহারুল ইসলাম, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ডের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম প্রমুখ।